দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 25 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ আজ

সংবিধানে 'শিক্ষা মৌলিক অধিকার' স্বীকৃতির দাবি

এম এইচ রবিন ●

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ বুধবার উদ্‌যাপন করা হচ্ছে 'জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ'। দীর্ঘ ১২ বছর পর এই মন্ত্রণালয় শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনের কর্মসূচি নিয়েছে। সর্বশেষ ২০০৪ সালে শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অবশ্য এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একবার 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সে হিসাবে একই বছরে দুবার পালন করা হচ্ছে 'শিক্ষা সপ্তাহ'। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্মসূচি নেওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত এক যুগ ধরে কোনো কর্মসূচি এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

সংবিধানে 'শিক্ষা মৌলিক অধিকার'

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নেয়নি। এদিকে শিক্ষা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিকতা ঘটা করে পালন করা হলেও স্বাধীনতার ৪৫ বছরেও শিক্ষা 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি দেশের সংবিধানে। শিক্ষা এখনো সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, আমাদের শিক্ষার বিস্তারে বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করলেও সংবিধানে এখনো শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার মতো শিক্ষাও নাগরিকদের অধিকার। আর রাষ্ট্রের দায়িত্ব তা নিশ্চিত করা।

শিক্ষাবিদ ড. সালাউদ্দিন চৌধুরী বলেন, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরিত দেশ হিসেবেও শিক্ষা বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকার হিসেবে বিবেচ্য। তিনি বলেন, পাশের দেশ ভারত ২০০৬ সালে, শ্রীলংকা ২০০৩ সালে ও নেপাল ২০১৩ সালে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা এখনো 'সুযোগ' হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষাকে মৌলিক চাহিদার পরিবর্তে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের উচিত প্রতিটি শিশুর জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, শিক্ষা যখন সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার হবে, তখন এই খাতে সরকারি উদ্যোগ ও বাজেটও বাড়বে।

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে আঠারোটি মৌলিক অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৭-৪৪ পর্যন্ত); যার কোথাও শিক্ষার কথা বলা হয়নি। অথচ পাশের দেশগুলোর সংবিধানে শিক্ষা 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(ক), নেপালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ এবং মালদ্বীপের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬-এ শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, শিক্ষা আইন করা হচ্ছে। এ আইনে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টি রাখা উচিত। তা ছাড়া শিক্ষানীতিতেও আমরা অধিকারের বিষয়টি বলেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান বললেন, সংবিধানে শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সরকারের দায়িত্ব। একই সঙ্গে কাজ করাটাও জরুরি। অনেক আইন রয়েছে যা মানা হয় না। তাই আইন করতে হবে আর তা মানতেও হবে। তিনি বলেন, আমাদের উচিত হবে অতিদ্রুত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং তা বাধ্যতামূলক করা।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না থাকলেও সরকার শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। সরকারের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা কাজ করছি।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, শিক্ষা আইনগত অধিকার না থাকায়, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে, সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার অর্জনে ব্যক্তিবিশেষের বা রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করতে হয়। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা-পরবর্তী শিক্ষা জীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগ এবং পর্যাপ্ত সমর্থন না থাকায় হতদরিদ্ররা সর্বদাই বঞ্চিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পরে আজও আমাদের শিক্ষার অধিকারের দাবি আদায়ের জন্য নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি না থাকায় শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ আশানুরূপ হচ্ছে না।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা এমডিজিতে প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঝরে পড়ার হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলাদেশের। ২০০০ সালে ঘোষিত ১৫ বছর মেয়াদি এমডিজির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ডিসেম্বরে। নতুন করে শুরু হয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি। প্রাথমিক শিক্ষায় গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করেছে সরকার। তবে ঝরে পড়ার হার গড়ে এখনো ২০ শতাংশের ওপরেই রয়ে গেছে। আর পার্বত্য ও হাওরাঞ্চলে এই হার আরও বেশি।

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) তথ্য অনুযায়ী, এখনো প্রাথমিকে ২৬ দশমিক ২ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এর মধ্যে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি। আর মাধ্যমিকে প্রায় ৪৬ ভাগ এবং কলেজ পর্যায়ে প্রায় ২২ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। প্রাথমিকে ছেলেদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি হলেও মাধ্যমিক ও কলেজে মেয়েদের ঝরে পড়ার সংখ্যা বেশি।